প্রথম আলো

স্থায়ীভাবে জলাতঙ্ক নির্মূল

কুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখার বিকল্প নেই

আপডেট: ০২:১৬, নভেম্বর ০১, ২০১৫ | প্রিন্ট সংস্করণ

প্রতিদিন গড়ে ৬৬৫ জন মানুষকে কুকুরে কামড়ানোর তথ্যটি নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। কুকুরের কামড়ের সঙ্গে জলাতঙ্কের মতো মারাত্মক রোগের সম্পর্ক রয়েছে। ফলে ২০২০ সালের মধ্যে দেশকে স্থায়ীভাবে জলাতঙ্কমুক্ত করার বিষয়টি অনিশ্চিত বলেই মনে হয়।

২০১২ সাল থেকে পরের বছরগুলোর পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিবছরই কুকুরের কামড়ে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। ২০১২ সালে যেখানে কুকুরে কামড়ের শিকার হয়ে চিকিৎসা নিয়েছিল ১ লাখ ২১ হাজার মানুষ, ২০১৪ সালে সেই সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৪৩ হাজার। সরকারি হাসপাতাল সূত্রে পাওয়া এই সংখ্যার তুলনায় প্রকৃত সংখ্যা যে আরও বেশি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

একসময় নিষ্ঠুর কায়দায় কুকুর নিধন করা হতো। বর্তমানে কুকুর নিধন কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। বিকল্প হিসেবে কুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের যে উদ্যোগ, সেটাও গত চার বছরে শুরু হয়নি। কুকুর মারার বিকল্প হিসেবে বেওয়ারিশ কুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য লাইগেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (রোগ নিয়ন্ত্রণ) ও সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের লাইন ডিরেক্টর জানিয়েছেন, 'কৌশলগত কারণে' তাঁরা কুকুর নিয়ন্ত্রণের কাজটি শুরু করতে পারেননি। তাঁরা জলাতঙ্ক সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো, কুকুরের কামড়ের আধুনিক চিকিৎসা নিশ্চিত ও জলাতঙ্ক ছড়ানো রোধ করতে কুকুরের শরীরে টিকা দেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁরা কি সব বেওয়ারিশ কুকুরকে এই টিকা দেওয়া নিশ্চিত করতে পেরেছেন, যাতে কুকুর কামড়ালেও জলাতঙ্ক ছড়াবে না?

বেওয়ারিশ কুকুরের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরে কামড়ানোর সংখ্যাও বেড়েছে। ফলে কুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ জরুরি হয়ে পড়ছে। এটা করা গেলে সব কুকুরকে জলাতঙ্ক প্রতিরোধী টিকার আওতায় আনা ও

নজরদারি সহজ হবে। ২০২০ সালের মধ্যে দেশকে স্থায়ীভাবে জলাতঙ্কমুক্ত করতে হলে কুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিকল্প নেই।